দৈনিক সংবাদ

75

তারিখ 19 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ঝিনাইদহে ৪২ % ছেলেমেয়ে শিক্ষার সুযোগ পায় না

ঝিনাইদহ, ১৭ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—ঝিনাইদহ জেলার ছ'টি উপজেলার প্রায় ৪২ শতাংশ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একই সাথে বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে অস্বাভাবিক উচ্চহারে ভর্তি ফিস, বেতন ও বিভিন্ন ধরনের ফিস ধার্য এবং বইখাতা সহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মূল্য-বৃদ্ধিতে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর-ডিঙানো ছাত্রাছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ। মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না, লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপ রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার ছয়টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার যোগ্য ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ২,০১৭শ'৭১।

এর মধ্যে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ৯,১শ'৪৭, কালী-গঞ্জ উপজেলায় ৪৩,২২১ কোট চাঁদপুর উপজেলায় ১৬,৫৬১ মহেশপুর উপজেলায় ৩০,৭৪৯ কন, হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় ২২,৬৫৬ এবং শৈলকূপা উপজেলায় ৪৯,৪৩৭ জেলার ৩৯৬টি সরকারী ও ৯১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে মোট ১ লাখ ১৭ হাজার ১শ'৫৮ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ৩৯,৬৮৬, ২য় শ্রেণীতে ২৭,৭৯১ ৩য় শ্রেণীতে ২২,০৪৮, ৪র্থ শ্রেণীতে ১৫,৯২৬ এবং ৫ম শ্রেণীতে ১১,৭০৭। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৮৪,৬১৩, যা বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যার ৪১.৯৩ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত এই বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ের শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগই পিতা বা অভিভাবকের দারিদ্রের কারণেই লেখাপড়া করিতে পারে না। যে সকল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায় না তাদের অধিকাংশই দরিদ্র সীমার নীচে জীবন যাপন করে। পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে কোন না কোন কাজে দিয়ে দেয়া অনেক লাভজনক মনে করা হয়। কি গ্রাম, কি শহর, সর্বত্রই দরিদ্র অভিভাবকদের মধ্যে এ প্রবণতা রয়েছে এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশ কয়েক জন প্রাথমিক শিক্ষকের সাথে আলাপ করে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের এক করুণ চিত্র পাওয়া গেল। শিক্ষকরা জানান, ধান-পাট বোনা ও ফসল কাটার মৌসুমে অভিভাবকদের সাথে ছাত্রদের মাঠে কাজ করতে হয়। ফলে এ সময় গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়-গুলোতে ছাত্র সংখ্যা অনেক কমে যায়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী পরিবারের ছেলেদের সারা বছর ধরেই অভি-ভাবকদের মাঠের কাজে সাহার্য করতে হয়। সকালে মাঠে ভাত পৌছানো, গরু-বাছুরকে ঘাস খাওয়ানো, এমনকি অনেককে জমি চাষও করতে হয়। বিদ্যালয় থেকে ফিরে বিকেলে আবার গরু-বাছুর চরানো বা ঘাস কাটতে হয়। এমনিভাবে সাংসারিক কাজে জড়িয়ে পড়ে একদিন তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যদিকে একই জরিপ রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় পাস ছাত্র ছাত্রীরা শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। বেসরকারী নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যা-লয়গুলোতে অস্বাভাবিক উচ্চ-হারে অতি ফিস, বেতন ও বিভিন্ন ধরনের ফিস ধার্য এবং বই খাতা সহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এর অন্য-তম কারণ। আবার প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ধার কর্জ করে অতি-কষ্টে অনেকে নিম্নমাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পরবর্তীতে বই-পুস্তকের অভাব, বা বিদ্যালয়ের বেতন-ফিস দিতে না পেরে বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। অবশ্য শহরাঞ্চলে ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের আরো-একটি-উল্লেখযোগ্য-কারণ হচ্ছে স্কুল-পোষাক।